দানিয়েলের বই - নম্বর একশ আটান্ন

দর্শনের উন্মোচন: দানিয়েল শোকের দিনসমূহ অনুধাবন

Jeff Pippenger
2024-03-25

> পারস্যের রাজা সাইরাসের তৃতীয় বছরে দানিয়েলের কাছে এক বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম ছিল বেল্তেশজ্জার; এবং বিষয়টি সত্য ছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময় ছিল দীর্ঘ; এবং তিনি বিষয়টি বুঝেছিলেন, ও দর্শনের অর্থও উপলব্ধি করেছিলেন। সেই দিনগুলোতে আমি, দানিয়েল, পূর্ণ তিন সপ্তাহ শোক করছিলাম। আমি কোনো সুস্বাদু রুটি খাইনি, মাংস বা মদ আমার মুখে আসেনি, আমি একেবারেই নিজেকে তেল মাখিনি—যতক্ষণ না পুরো তিন সপ্তাহ পূর্ণ হলো। আর প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনে, আমি যখন মহান নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হিদ্দেকেল। দানিয়েল ১০:১-৪।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের প্রতীকী সাড়ে তিন দিনের সময়, যখন দুই সাক্ষী রাস্তায় মৃত পড়ে থাকে, তখন বেলতশৎসরের কাছে একটি "বিষয়" প্রকাশিত হয়। তিনি পূর্বেই "দর্শন" (mareh) বুঝেছিলেন, কারণ নবম অধ্যায়ে গাব্রিয়েল ইতিমধ্যেই এসে তাঁকে সেই দর্শনের অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

> হ্যাঁ, আমি যখন প্রার্থনায় কথা বলছিলাম, তখনই সেই ব্যক্তি গাব্রিয়েল, যাকে আমি প্রথমে দর্শনে দেখেছিলাম, দ্রুত উড়ে এসে সান্ধ্য নিবেদনের সময় আমাকে স্পর্শ করলেন। তিনি আমাকে জানালেন, আমার সঙ্গে কথা বললেন এবং বললেন, হে দানিয়েল, তোমাকে জ্ঞান ও বোধশক্তি দিতে আমি এখন এসেছি। তোমার প্রার্থনার শুরুতেই আদেশ জারি হয়েছিল, আর আমি তা তোমাকে বোঝাতে এসেছি; কারণ তুমি অত্যন্ত প্রিয়। অতএব বিষয়টি বোঝো এবং দর্শনটি বিবেচনা করো। দানিয়েল ৯:২১-২৩।

“যে মানুষ গাব্রিয়েলকে” দানিয়েল “প্রথম দর্শনে দেখেছিলেন,” তা “খাজোন”-এর প্রতি নির্দেশ করছে, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের দর্শন; যা অষ্টম অধ্যায়ে দানিয়েলের কাছে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত রাজ্যসমূহের দর্শন গাব্রিয়েলের ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করছিল। কিন্তু নবম অধ্যায়ে দানিয়েলকে যে “দর্শন” বিবেচনা করতে বলা হয়েছিল, তা ছিল “মারেহ,” অর্থাৎ আবির্ভাবের দর্শন। এরপর গাব্রিয়েল দানিয়েলের জন্য দুই হাজার তিনশত বছরের ভবিষ্যদ্বাণীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রদান করেন।

নবম অধ্যায়টি দারিয়ুসের প্রথম বছরে পূর্ণ হয়েছিল। যখন বেলতশোজ্জার বলেন যে তিনি "দর্শনটি বুঝেছিলেন", "সাইরাসের তৃতীয় বছরে", তখন তিনি "mareh" দর্শনটি দুই বছর ধরে বুঝেছিলেন। শোকের "সেই দিনগুলোতে" বেলতশোজ্জার যা বুঝতে পেরেছিলেন তা ছিল "thing", অর্থাৎ হিব্রু শব্দ "dabar", এবং সেটি দীর্ঘ ছিল, কারণ নির্ধারিত সময় ছিল ২৫২০ বছর।

দানিয়েল ইতিমধ্যেই ওই ‘বিষয়’-এর কিছুটা বুঝে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি নবম অধ্যায়ে লেবীয় পুস্তক ছাব্বিশের প্রার্থনা সম্পন্ন করছিলেন, আর সেটাই ওই ‘বিষয়’-এর প্রার্থনা। শোকপালনের একুশ দিনের মধ্যে ‘সাত সময়কাল’ বিষয়ে আলোর বৃদ্ধি হয়েছিল, যা বেলতশাস্সার উপলব্ধি করেছিলেন, এবং শোকপালনের সেই দিনগুলোতে ‘সাত সময়কাল’-এর উপর আলোর যে বৃদ্ধি হয়েছিল, তা ১৮৫৬ সালে ‘সাত সময়কাল’-এর উপর

আলোর বৃদ্ধির প্রতিরূপ ছিল। মিলারাইটরাও আগে থেকেই 'সাত সময়কাল' সম্পর্কে জানত, কারণ তারা তা প্রচার করছিল; কিন্তু অতিরিক্ত আলো যোগ করা হয়েছিল, যা তাদের পরীক্ষা করার জন্যই ছিল, তাদের ইতিহাসের সেই মুহূর্তে যখন তারা ফিলাডেলফীয় থেকে লাওদিকীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

বেলেতশৎসরের শোকের দিনগুলি সেই নবীয় ইতিহাসের সমান্তরাল, যখন ১৮৫৬ সালে ফিলাদেলফীয় আন্দোলন লাওদিকীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, এবং পরে ১৮৬৩ সালে লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীতে পরিণত হয়। "সাত সময়"-এর বিষয়ে বর্ধিত আলোর ওপর বেলেতশৎসর ও মিলিরোইটদের ইতিহাস—উভয়ই—তৃতীয় স্বর্গদূতের লাওদিকীয় আন্দোলন থেকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ফিলাদেলফীয় আন্দোলনে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ; এবং তা শোকের দিনগুলিতে, অর্থাৎ মিলার-সময়ের মধ্যে, যখন "সাত সময়"-এর বিষয়ে বর্ধিত আলো প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল।

বেলেতশেজ্জার একই সঙ্গে একজন বার্তাবাহক ও একটি আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর শোকের দিনগুলোতে বার্তাবাহকের "বিষয়"টি—যা সত্য—বোঝা উচিত, এবং তারপর সেই "বিষয়"টি একটি আন্দোলনের কাছে উপস্থাপন করবে, যখন মাইকেল ২০২৩ সালে দুই সাক্ষীকে পুনরুত্থিত করবেন।

হিব্রু শব্দ "mareh" (খ্রিস্টের আবির্ভাবের দর্শন), যা প্রথম পদে দানিয়েল বোঝেন বলে উল্লেখ আছে, দানিয়েলের শেষ দর্শনে চারবার এসেছে। দু'বার এটি "দর্শন" হিসেবে, এবং দু'বার "রূপ" হিসেবে অনূদিত হয়েছে। প্রথমবার, প্রথম পদে, দানিয়েল শব্দটি ব্যবহার করে জানান যে তিনি "দর্শন"টি বুঝেছিলেন; কিন্তু বাকি তিনটি উল্লেখে দানিয়েলের সেই দর্শনটি অভিজ্ঞতা করার বিষয়টিই চিহ্নিত করে। ষষ্ঠ পদে, খ্রিস্টের মুখ ছিল "বিদ্যুতের 'রূপ'-এর মতো"।

> প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনে, আমি যখন সেই মহা নদীর তীরে ছিলাম, যাহার নাম হিদ্দেকেল; তখন আমি আমার নয়ন তুলিয়া চাহিলাম, এবং দেখে, সুতির বস্ত্রে পরিহিত এক ব্যক্তি, যাঁহার কটি উফাজের উৎকৃষ্ট সোনায় বদ্ধ ছিল। তাঁহার দেহও ছিল বেরিল পাথরের ন্যায়, তাঁহার মুখ ছিল বিদ্যুৎ-চমকের সদৃশ, তাঁহার নয়ন অগ্নিদীপের ন্যায়, আর তাঁহার বাহু ও পদ বর্ণে পালিশ-করা পিতলের ন্যায়; আর তাঁহার বাক্যের ধ্বনি অসংখ্য জনতার স্বরের ন্যায়। আর আমি, দানিয়েল, একাই সেই দর্শন দেখিলাম; কারণ যারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা সেই দর্শন দেখিল না; কিন্তু তাহাদের উপর এক মহা কম্পন নামে এল, এমন যে তাহারা আত্মগোপনের জন্য পালাইয়া গেল। অতএব আমি একলা রহিলাম, এবং এই মহান দর্শন দেখিলাম; আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট রহিল না; কারণ আমার লাবণ্য আমার মধ্যে নষ্টতায় পরিণত হইল, এবং আমি কোনো শক্তি ধরে রাখিতে পারিলাম না। দানিয়েল ১০:৪-৮।

"vision" হিসেবে অনূদিত আরেকটি হিব্রু শব্দ আছে; হিব্রু শব্দ "mareh"-এর কিছু বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের পর আমরা সেটি আলোচনা করব। পূর্ববর্তী পদগুলোতে "appearance" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; এটি হিব্রু শব্দ "mareh"। একই শব্দটি ষোড়শ পদে "vision" হিসেবে অনূদিত হয়েছে। ষোড়শ পদে খ্রিস্টের দর্শন দানিয়েলকে বিষণ্ণ করেছে।

> আর দেখো, মানুষের সন্তানদের সদৃশ একজন আমার ঠোঁটে স্পর্শ করল; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তাকে বললাম, হে আমার প্রভু, এই দর্শনের ফলে আমার বেদনা আমার উপর নেমে এসেছে, এবং আমার কোনো শক্তি

অবশিষ্ট নেই। দানিয়েল ১০:১৬।

যে হিব্রু শব্দটির অনুবাদ "sorrows" করা হয়েছে, তার অর্থ "কবজা", এবং দানিয়েল যে পদে খ্রিস্টের আবির্ভাবের "দর্শন" দেখেছিলেন, সেই "দর্শন"টি একটি কবজায় ঘুরল। ভবিষ্যদ্বাণীতে "কবজা" একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়কে প্রতিনিধিত্ব করে।

অতীতের ইতিহাস থেকে শেখার মতো বহু পাঠ রয়েছে; এবং এগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে যে ঈশ্বর আজও সেই একই নীতিতে কাজ করেন, যেভাবে তিনি বরাবর করে আসছেন। তাঁর হাত তাঁর কার্যে এবং জাতিসমূহের মধ্যে আজও দৃশ্যমান, ঠিক যেমনটি ইডেনে আদমের কাছে প্রথম সুসমাচার ঘোষিত হওয়ার পর থেকে সদাই দেখা গেছে।

"ইতিহাসে এমন কিছু সময় আছে, যা জাতির ইতিহাস ও গির্জার ইতিহাসে মোড়-ফেরার মুহূর্ত হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের বিধানে, যখন এই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন সেই সময়ের জন্য আলো প্রদান করা হয়। তা গ্রহণ করা হলে আত্মিক অগ্রগতি ঘটে; তা প্রত্যাখ্যাত হলে আত্মিক অধঃপতন ও জাহাজডুবি ঘটে। প্রভু তাঁর বাক্যে সুসমাচারের অগ্রসর কাজকে উন্মোচিত করেছেন—অতীতে যেভাবে তা পরিচালিত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও, শেষ সংঘর্ষ পর্যন্ত যেভাবে হবে—যখন শয়তানীয় শক্তিসমূহ তাদের শেষ বিস্ময়কর আন্দোলন করবে।" বাইবেল ইকো, ২৬ আগস্ট, ১৮৯৫।

ষোড়শ পদটি বিলেতশেৎসর যে ইতিহাসের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তার মধ্যে একটি সন্ধিক্ষণকে উপস্থাপন করে। এটি উভয়েই রপািবলকিান শৃঙ্গের (জাতি) এবং প্রোটেস্টেন্ট শৃঙ্গের (মণ্ডলী) জন্য একটি সন্ধিক্ষণ। এটি একটি সংকটকে উপস্থাপন করে, এবং এটি সেই বিন্দুকেও উপস্থাপন করে যেখানে সেই ইতিহাসের জন্য বিশেষ আলোক প্রদান করা হয়। দানিয়েলের জন্য এই সন্ধিক্ষণটি ঘটেছিল যখন দানিয়েলকে “স্পর্শ” করা হয়েছিল—তিনবারের মধ্যে দ্বিতীয়বার। দানিয়েলকে তিনবার স্পর্শ করা হতো, এবং তাঁকে যখন দ্বিতীয়বার স্পর্শ করা হয়, তখন সেটিই দানিয়েলের জন্য একটি সন্ধিক্ষণ ছিল; এবং সেই সন্ধিক্ষণটি ছিল তিনবারের মধ্যে দ্বিতীয়বার, যখন দানিয়েল “mareh” দর্শনটি দেখেছিলেন।

আর দেখো, মানুষের সন্তানদের সদৃশ একজন আমার ঠোঁটে স্পর্শ করল; তখন আমি মুখ খুলে কথা বললাম এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তাকে বললাম, হে আমার প্রভু, এই দর্শনের ফলে আমার বেদনা আমার উপর নেমে এসেছে, এবং আমার কোনো শক্তি অবশিষ্ট নেই। দানিয়েল ১০:১৬।

আমরা শীঘ্রই তিনটি স্পর্শের বিষয়টি আলোচনা করব। দানিয়েল যে "mareh" শব্দটি চারবার ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে প্রথমবার তিনি সাক্ষ্য দেন যে তিনি দর্শনটি বুঝেছিলেন, আর বাকি তিনবারের উল্লেখে নির্দেশ করে তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে, যখন তিনি বাস্তবে রূপটি দেখেছিলেন। তৃতীয়বার তিনি রূপের দর্শনের কথা উল্লেখ করেন আঠারো নম্বর পদে, যেখানে তাকে তৃতীয়বার স্পর্শ করা হয়।

তখন আবার মানুষের রূপের মতো একজন এসে আমাকে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি আমাকে শক্তি দিলেন। দানিয়েল ১০:১৮।

দ্বিতীয় স্পর্শে, ষোড়শ পদে, যা “মারাহ” দর্শনের দ্বিতীয় উল্লেখ, তার শক্তি লোপ পায়; কিন্তু তৃতীয় স্পর্শে তার শক্তি পুনরুদ্ধার হয়। দশ, ষোড়শ ও অষ্টাদশ পদে দানিয়েল

স্পর্শপ্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ পদে দানিয়েল খ্রিস্টের আবির্ভাব, এবং পরে গাব্রিয়েলকে দেখেন; আর দশম পদে গাব্রিয়েল প্রথমবারের মতো দানিয়েলকে স্পর্শ করেন।

> তখন আমি আমার চক্ষু তুলে দেখলাম, আর দেখি, এক ব্যক্তি মসীনা বস্ত্র পরিহিত, যার কোমর উফাজের উৎকৃষ্ট স্বর্ণ দ্বারা বদ্ধ ছিল; তাঁর দেহও ছিল বৈদূর্যমণির ন্যায়, এবং তাঁর মুখ বিদ্যুতের আভাসের ন্যায়, আর তাঁর চক্ষু অগ্নিদীপের ন্যায়, এবং তাঁর বাহু ও তাঁর পদদ্বয় দীপ্ত পিতলের বর্ণের ন্যায়, আর তাঁর বাক্যের শব্দ বহুসংখ্যক জনতার কণ্ঠস্বরের ন্যায়। আর আমি, দানিয়েল, একাই এই দর্শন দেখলাম; কারণ যে লোকেরা আমার সঙ্গে ছিল, তারা এই দর্শন দেখেনি; তথাপি তাদের ওপর এক মহা কম্পন এসে পড়ল, ফলে তারা পালিয়ে গিয়ে নিজেদের লুকাল। অতএব আমি একাই রয়ে গেলাম, এবং এই মহান দর্শন দেখলাম, আর আমার মধ্যে আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না; কারণ আমার স্বাভাবিক রূপ আমার মধ্যে বিকৃতিতে পরিণত হল, এবং আমি কোনো শক্তিই ধারণ করে রাখতে পারলাম না।
>
> তবুও আমি তাঁর বাক্যের ধ্বনি শুনলাম; আর যখন আমি তাঁর বাক্যের ধ্বনি শুনলাম, তখন আমি মুখ থুবড়ে গভীর নিদ্রায় পড়লাম, এবং আমার মুখ ভূমির দিকে ছিল। আর দেখি, এক হাত আমাকে স্পর্শ করল, যা আমাকে আমার হাঁটুর উপর ও আমার হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে উঠাইল। আর তিনি আমাকে বললেন, হে দানিয়েল, অতিশয় প্রিয় ব্যক্তি, আমি তোমার কাছে যে কথাগুলি বলি, সেগুলি বুঝ, এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও; কারণ এখন আমি তোমার কাছেই প্রেরিত হইয়াছি। আর তিনি যখন এই কথা আমাকে বললেন, তখন আমি কম্পিত হইতে হইতে দাঁড়াইলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে দানিয়েল, ভয় করিও না; কারণ যে প্রথম দিন তুমি বুঝিবার জন্য এবং তোমার ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে দমন করিবার জন্য তোমার মন স্থির করিয়াছিলে, সেই প্রথম দিন হইতেই তোমার বাক্য শ্রুত হইয়াছে, এবং তোমার বাক্যের কারণেই আমি আসিয়াছি। কিন্তু পারস্য-রাজ্যের অধ্যক্ষ একুশ দিন পর্যন্ত আমার প্রতিরোধ করিল; কিন্তু দেখ, প্রধান অধ্যক্ষগণের একজন, মীখায়েল, আমাকে সাহায্য করিতে আসিলেন; আর আমি সেখানে পারস্যের রাজাগণের সঙ্গে রহিলাম। এখন আমি আসিয়াছি, শেষকালে তোমার জাতির প্রতি যাহা ঘটিবে, তাহা তোমাকে বুঝাইবার জন্য; কারণ এই দর্শন এখনও বহু দিনের জন্য। দানিয়েল ১০:৫–১৪।

তারপর ষোলো নম্বর পদে, খ্রিষ্টের দর্শন লাভ করার সময় দানিয়েল দ্বিতীয়বার স্পর্শ পান।

> আর তিনি যখন আমাকে এইরূপ কথা বললেন, তখন আমি আমার মুখ ভূমির দিকে ফিরাইলাম, এবং আমি বোবা হইয়া গেলাম। আর দেখি, মনুষ্যসন্তানদের সদৃশ এক ব্যক্তি আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন; তখন আমি আমার মুখ খুললাম, এবং কথা কহিলাম, এবং যিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে বললাম, হে আমার প্রভু, এই দর্শনের দ্বারা আমার বেদনাসমূহ আমার উপর উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমার কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নাই। কারণ এই আমার প্রভুর দাস কিরূপে এই আমার প্রভুর সহিত কথা কহিতে পারে? কেননা আমার বিষয়ে, তৎক্ষণাৎ আমার মধ্যে আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট রহিল না, এবং আমার মধ্যে কোনো শ্বাসও অবশিষ্ট নাই। দানিয়েল ১০:১৫–১৭।

তখন দানিয়েল তৃতীয়বার স্পর্শিত হলেন, গ্যাব্রিয়েলের আবির্ভাবে—খ্রিস্টের নয়।

> তখন আবার মানুষের রূপের মতো একজন এসে আমাকে স্পর্শ করলেন, এবং তিনি আমাকে শক্তি দিলেন, এবং বললেন, হে অত্যন্ত প্রিয়জন, ভয় করো না; তোমার প্রতি শান্তি; বলবান হও, হ্যাঁ, বলবান হও। এবং তিনি যখন আমার সঙ্গে কথা বললেন, আমি

শক্তি পেলাম, এবং বললাম, আমার প্রভু বলুন; কারণ আপনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি জানো আমি কেন তোমার কাছে এসেছি? এখন আমি পারস্যের রাজপুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ফিরে যাব; আর আমি যখন বেরিয়ে যাব, দেখো, গ্রীসের রাজপুত্র আসবে। কিন্তু আমি তোমাকে দেখাব যা সত্যের শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে; এবং এই বিষয়গুলিতে আমার সঙ্গে দাঁড়ায় এমন কেউ নেই, তোমাদের রাজপুত্র মিকায়েল ছাড়া। দানিয়েল ১০:১৮-২১।

দানিয়েলকে তিনবার স্পর্শ করা হয়, এবং প্রথম ও তৃতীয়বার তাকে স্পর্শ করেন স্বর্গদূত গাব্রিয়েল। দ্বিতীয়বার তাকে স্পর্শ করেন খ্রীষ্ট। দানিয়েল একই হিব্রু শব্দ চারবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু ঐ চারবারের প্রথমবার, প্রথম পদে, তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি "দর্শন" বুঝেছেন। কোনো সত্যকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা সত্যকে অভিজ্ঞতা করার সমান নয়, যেমন তিনি বাকি তিনবার করেছিলেন।

যখন দানিয়েলের শোকের দিনগুলি শেষ হলো, তখন তিনি সেই দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, যে দর্শন সম্পর্কে তিনি শোকের দিনগুলি শেষ হওয়ার আগেই অনুধাবন করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তিনটি ধাপে গঠিত, যা তিনটি স্পর্শ দ্বারা প্রতীকায়িত। প্রথম ও শেষ স্পর্শ গ্যাব্রিয়েল কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল, এবং মধ্যবর্তী স্পর্শটি করেছিলেন খ্রিস্ট। প্রথম ও শেষ স্পর্শ ছিল হিব্রু বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর। সেই দ্বিতীয় ধাপে, দানিয়েল তাঁর প্রভুর প্রতি নিজেকে এক বিদ্রোহী পাপী হিসেবে স্বীকার করেন; অতএব মধ্যবর্তী স্পর্শ বিদ্রোহকে নির্দেশ করে, যা হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষর দ্বারা প্রতীকায়িত।

কিন্তু পিতর তখন নৌকা বা মালামাল—কোনো কিছুর প্রতিই খেয়াল করছিলেন না। এই অলৌকিক ঘটনাটি, তিনি আগে যত দেখেছেন তার সবকিছুর ঊর্ধ্বে, তাঁর কাছে ঐশ্বরিক শক্তির এক প্রকাশ ছিল। যীশুতে তিনি এমন একজনকে দেখলেন, যিনি সমগ্র প্রকৃতিকে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ধরেছেন। ঐশ্বরিক উপস্থিতি তাঁর নিজের অপবিত্রতাকে উন্মোচিত করে দিল। গুরুর প্রতি প্রেমে, নিজের অবিশ্বাসের জন্য লজ্জা, খ্রিস্টের নম্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা—এবং সর্বোপরি, অসীম পবিত্রতার উপস্থিতিতে নিজের অশুচিতার বোধ—এসবই তাঁকে অভিভূত করল। যখন তাঁর সঙ্গীরা জালের মাছগুলো নিরাপদে তুলছিল, পিতর ত্রাণকর্তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে উচ্চারণ করলেন, 'প্রভু, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে যাও; কারণ আমি এক পাপী মানুষ।'

এটি সেই একই ঈশ্বরীয় পবিত্রতার উপস্থিতিই ছিল, যা নবী দানিয়েলকে ঈশ্বরের স্বর্গদূতের সামনে মৃতের মতো লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আমার রূপ আমার মধ্যে পচনে পরিণত হয়েছিল, আর আমার মধ্যে কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না।' তাই যখন যিশাইয় প্রভুর মহিমা দর্শন করলেন, তিনি আর্তস্বরে বললেন, 'হায়, আমার সর্বনাশ! কারণ আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত; কারণ আমি অশুচি ঠোঁটের মানুষ, এবং আমি অশুচি ঠোঁটের লোকদের মধ্যে বাস করি; কারণ আমার চোখ রাজাকে, সেনাবলীর প্রভুকে দেখেছে।' দানিয়েল ১০:৮; যিশাইয় ৬:৫। মানবতা তার দুর্বলতা ও পাপসহ ঈশ্বরত্বের পরিপূর্ণতার মুখোমুখি দাঁড়াল, এবং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অযোগ্য ও অপবিত্র বলে অনুভব করলেন। এভাবেই হয়েছে তাদের সকলের ক্ষেত্রে, যাদের ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও মহিমার এক ঝলক দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

পিতর উচ্চস্বরে বললেন, 'আমার কাছ থেকে দূরে যান; কারণ আমি পাপী মানুষ।' তবুও তিনি যিশুর পায়ের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রইলেন, অনুভব করলেন যে তিনি তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন

> হতে পারেন না। উদ্ধারকর্তা উত্তর দিলেন, 'ভয় করো না; অতঃপর তুমি মানুষ ধরবে।' ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং নিজের অযোগ্যতা যিশাইয় যখন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার পরেই তাঁকে ঐশ্বরিক বার্তা বহনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। পিতর আত্মবর্জন ও ঐশ্বরিক শক্তির ওপর নির্ভরতার দিকে পরিচালিত হওয়ার পরেই তিনি খ্রিস্টের কাজের জন্য আহ্বান লাভ করেছিলেন। The Desire of Ages, 246.

"মারহে" দর্শনটি খ্রিস্টের আবির্ভাবের দর্শন, কিন্তু দানিয়েল যে দ্বিতীয় ও চতুর্থবার এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেখানে দেবদূত গাব্রিয়েলকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমবার এটি ছিল একটি বিস্তৃত যে বেলতেশৎসর সেই দর্শনটি বুঝেছিল, কিন্তু শেষে তিনবার দানিয়েল নিজেই সেই দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করছেন—এটাই বোঝায়। যে তিনবার দানিয়েল সেই দর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সেই তিনবারই তিনি স্পর্শপ্রাপ্ত হন।

গ্যাব্রিয়েল প্রথমবার তাকে স্পর্শ করেছিলেন তখন, যখন তিনি মহিমান্বিত খ্রিস্টের আবির্ভাব দেখেছিলেন; এবং সেই অভিজ্ঞতা তাকে রেখে গিয়েছিল "মুখ থুবড়ে গভীর নিদ্রায়, আর আমার মুখ ছিল ভূমির দিকে।" দর্শনটি একটি বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেছিল, কারণ যারা তার সঙ্গে ছিল তারা "দর্শনটি দেখেনি; কিন্তু তাদের ওপর মহা কম্পন নেমে এলো, ফলে তারা নিজেদের লুকাতে পালিয়ে গেল।" প্রথম হতাশায়, যিরমিয় "ঈশ্বরের হাতের কারণে একা বসে ছিল," এবং বেলতেশৎসর ক্ষেত্রে "কোনো শক্তি অবশিষ্ট ছিল না" "কারণ" তার "রূপ-সৌন্দর্য আমার মধ্যে পচনে পরিণত হয়েছিল, এবং" সে "কোনো শক্তি ধরে রাখতে পারেনি।"

যখন গাব্রিয়েল তাকে প্রথমবার স্পর্শ করলেন, তখন গাব্রিয়েল দানিয়েলকে তার হাঁটু এবং হাতের তালুর ওপর বসালেন। তারপর তিনি দানিয়েলকে আদেশ দিলেন, তিনি যে কথা বললেন তা বুঝতে এবং দাঁড়িয়ে উঠতে; দানিয়েল তাই করলেন, যদিও তিনি কাঁপছিলেন। এরপর গাব্রিয়েল দানিয়েলকে দানিয়েলের শোকের একুশ দিনে কী কী ঘটছে তার একটি বিবরণ দিলেন। তিনি জানালেন যে পারস্যের রাজাদের সঙ্গে একুশ দিন সংগ্রাম করার পর মিখায়েল স্বর্গ থেকে নেমে যুদ্ধে অংশ নিতে এসেছিলেন, এবং তারপর গাব্রিয়েল দানিয়েলের প্রার্থনার উত্তর দিতে এবং দানিয়েলকে "শেষ কালে তোমার জাতির ওপর কী ঘটবে" তা বুঝিয়ে বলতে এলেন। মিখায়েল যখন স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, তখন গাব্রিয়েলকে দানিয়েলকে শেষ দিনের ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য পাঠানো হলো।

একুশ দিনের শোকের শেষে গাব্রিয়েলের ব্যাখ্যাটি দানিয়েলকে দেওয়া হয়েছিল, যা, প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের লাইন পর লাইন প্রয়োগে, সেই সময়কে প্রতিনিধিত্ব করে যখন ইজেকিয়েল সাঁইত্রিশতম অধ্যায়ে মৃত অস্থিগুলিকে উদ্দেশ করে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দু'বার আদেশ পান, যাতে দুই ভবিষ্যদ্বক্তাকে তাদের কবর থেকে উঠিয়ে আনা যায়। এটি ঘটে যখন মিখায়েল স্বর্গ থেকে নেমে এসে মোশির দেহকে পুনরুত্থিত করেন, এবং যিহূদার পত্রে শয়তানের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে অস্বীকার করেন। গাব্রিয়েল তাকে শোকের দিনের সারসংক্ষেপ দেওয়ার পরেও দানিয়েলকে আরও দু'বার স্পর্শ করা হবে।

গাব্রিয়েল শেষ করার পর, দানিয়েল "মুখ ভূমির দিকে স্থির করলেন, এবং তিনি বোবা হয়ে গেলেন"; তারপর খ্রীষ্ট স্বয়ং দানিয়েলের "ঠোঁট স্পর্শ করলেন"; এবং তখন দানিয়েল তাঁর "মুখ খুলে কথা বললেন, এবং আমার সম্মুখে যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে বললেন, হে আমার প্রভু, এই দর্শনের কারণে আমার বেদনাগুলি আমার উপর প্রত্যাবর্তিত হয়েছে, এবং আমার মধ্যে কোনো শক্তিই অবশিষ্ট নেই। কারণ আমার এই প্রভুর দাস কীভাবে এই প্রভুর

সঙ্গে কথা বলতে পারে? কেননা আমার ক্ষেত্রে, তৎক্ষণাৎ আমার মধ্যে আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না, এমনকি আমার মধ্যে আর শ্বাসও অবশিষ্ট নেই।"

খ্রিষ্টকে দেখো ও তাঁর সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা দানিয়েলকে ধূলায় নত করে দেয়। তিনি নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন, এবং খ্রিষ্ট যদি দানিয়েলের ওষ্ঠ স্পর্শ না করতেন তবে তিনি তেমনই থাকতেন, যেমন বেদী থেকে নেওয়া অঙ্গার দিয়ে যিশাইয়ার ওষ্ঠ স্পর্শ করা হয়েছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়নটি অব্যাহত রাখব।

> তার প্রভুর মহিমা ও মহত্ত্বের এই প্রকাশ যখন ইশাইয়া প্রত্যক্ষ করলেন, তিনি ঈশ্বরের শুচিতা ও পবিত্রতার বোধে অভিভূত হলেন। তাঁর স্রষ্টার অতুল পরিপূর্ণতা আর তাদের পাপপূর্ণ আচরণের মধ্যে কত তীব্র বৈপরীত্য—যারা, নিজেসহ, দীর্ঘদিন ইস্রায়েল ও যিহূদার নির্বাচিত জাতির মধ্যে গণ্য হয়ে এসেছে! 'হায়, আমার সর্বনাশ!' তিনি চিৎকার করে বললেন; 'কারণ আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত; কারণ আমি অপবিত্র ওষ্ঠের মানুষ, এবং অপবিত্র ওষ্ঠের লোকদের মধ্যে বাস করি; কারণ আমার চোখ রাজা, সেনাবাহিনীর প্রভুকে দেখেছে।' পদ ৫। অন্তঃপবিত্রস্থানে ঐশ্বরিক উপস্থিতির পূর্ণ আলোর মধ্যে যেন দাঁড়িয়ে, তিনি বুঝলেন যে, যদি তাঁকে তাঁর নিজের অপূর্ণতা ও অক্ষমতার ওপরই ছেড়ে দেওয়া হত, তবে যেই মিশনের জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছে, তা তিনি একেবারেই সম্পাদন করতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর দুশ্চিন্তা লাঘব করতে এবং তাঁকে তাঁর মহান মিশনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে এক সেরাফ পাঠানো হলো। বেদি থেকে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার এনে তাঁর ওষ্ঠে স্পর্শ করানো হলো, আর বলা হলো, 'দেখ, এটি তোমার ওষ্ঠকে স্পর্শ করেছে; তোমার অপরাধ দূর হয়েছে, আর তোমার পাপ শোধিত হয়েছে।' তারপর ঈশ্বরের কণ্ঠ শোনা গেল: 'আমি কাকে পাঠাব, আর আমাদের পক্ষ থেকে কে যাবে?' আর ইশাইয়া জবাব দিলেন, 'আমি আছি; আমাকে পাঠান।' পদ ৭, ৮।
>
> স্বর্গীয় আগন্তুক অপেক্ষমাণ বার্তাবাহককে আদেশ দিলেন, 'যাও, এবং এই জাতিকে বল: তোমরা নিশ্চয়ই শোন, কিন্তু বোঝ না; আর নিশ্চয়ই দেখ, কিন্তু উপলব্ধি কর না। এই জাতির হৃদয় মোটা কর, তাদের কান ভারী কর, এবং তাদের চোখ বুজে দাও; পাছে তারা তাদের চোখে দেখে, তাদের কানে শোনে, তাদের হৃদয়ে বুঝে, এবং ফিরে আসে, এবং আরোগ্য লাভ করে।' পদ ৯, ১০।
>
> নবীর কর্তব্য ছিল স্পষ্ট; তিনি ব্যাপ্ত অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কণ্ঠ উঁচু করবেন। কিন্তু কোনো আশার নিশ্চয়তা ছাড়া তিনি কাজটি হাতে নিতে শঙ্কিত ছিলেন। 'হে প্রভু, আর কতদিন?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। পদ ১১। তোমার নির্বাচিত জাতির কেউ কি কখনোই বুঝবে না, পশ্চাত্তাপ করবে না, এবং আরোগ্য লাভ করবে না?
>
> ভ্রান্ত পথে চলা যিহূদার জন্য তাঁর আত্মার ভার বৃথা যাবে না। তাঁর মিশন সম্পূর্ণরূপে ফলহীন হবে না। তবু বহু প্রজন্ম ধরে বাড়তে থাকা মন্দগুলো তাঁর দিনেই দূর করা সম্ভব ছিল না। সারাজীবন ধরে তাঁকে ধৈর্যশীল ও সাহসী এক শিক্ষক—বিধ্বংসের নবী যেমন, তেমনই আশারও নবী—হয়ে থাকতে হবে। অবশেষে ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে, তাঁর প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ ফল, এবং ঈশ্বরের সব বিশ্বস্ত দূতের পরিশ্রমের ফল প্রকাশ পাবে। অবশিষ্ট লোকেরা রক্ষা পাবে। এটি যাতে সাধিত হয়, বিদ্রোহী জাতির কাছে সতর্কতা ও অনুনয়ের বার্তাগুলি পৌঁছে দিতে হবে—প্রভু ঘোষণা করলেন: 'যতক্ষণ না নগরগুলি অধিবাসীহীন হয়ে বিরান হয়, ঘরবাড়িগুলি মানুষশূন্য হয়, দেশ সম্পূর্ণরূপে উজাড় হয়ে যায়, প্রভু মানুষদের বহুদূরে সরিয়ে দেন, এবং দেশের মাঝখানে মহা জনশূন্যতা ঘটে।' পদ ১১, ১২।

অনুতাপহীনদের ওপর পতিত হতে চলা কঠোর বিচারসমূহ—যুদ্ধ, নির্বাসন, উৎপীড়ন, জাতিসমূহের মধ্যে শক্তি ও মর্যাদা হারানো—এসবই আসছিল, যেন যারা এতে এক ক্ষুব্ধ ঈশ্বরের হাত চিনবে, তারা অনুতাপে ফিরতে পরিচালিত হয়। উত্তর রাজ্যের দশটি গোত্র শীঘ্রই জাতিসমূহের মধ্যে ছত্রচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাদের নগরগুলি উজাড় পড়ে থাকবে; শত্রু জাতিসমূহের ধ্বংসাত্মক সৈন্যবাহিনী বারবার তাদের দেশে আছড়ে পড়বে; এমনকি যিরূশালেমও অবশেষে পতিত হবে, এবং যিহূদাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হবে; তবুও প্রতিশ্রুত দেশটি চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত থাকবে না। স্বর্গীয় দর্শনার্থীর ইশাইয়াকে দেওয়া আশ্বাস ছিল: 'এতে এক-দশমাংশ থাকবে, এবং তা ফিরে আসবে, এবং তা গ্রাসিত হবে: যেমন একটি টেরেবিন্থ বৃক্ষ, এবং একটি ওক, যখন তারা পাতা ঝরায়, তখনও যাদের মধ্যে সত্তা থাকে: তেমনি পবিত্র বীজই হবে তার সারসত্তা।' পদ ১৩।

"ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের চূড়ান্ত পরিপূর্তির এই আশ্বাস যিশাইয়ার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করল। যদি পার্থিব শক্তিগুলো যিহূদার বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, তাতে-ই বা কী? প্রভুর দূত যদি বিরোধ ও প্রতিরোধের সম্মুখীনও হন, তাতেই বা কী? যিশাইয়া রাজা, সেনাবাহিনীর সদাপ্রভুকে দেখেছিলেন; তিনি সেরাফদের গান শুনেছিলেন, 'সমস্ত পৃথিবী তাঁর মহিমায় পূর্ণ;' তাঁর কাছে এই প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, পশ্চাদপসরণকারী যিহূদার উদ্দেশে যিহোবার বার্তাগুলির সঙ্গে পবিত্র আত্মার পাপ সম্পর্কে দোষী প্রতিপন্নকারী শক্তি যুক্ত থাকবে; এবং নবী তাঁর সম্মুখস্থ কাজের জন্য বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্ত হলেন। পদ ৩। তাঁর দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য কার্যকালের সর্বত্র তিনি এই দর্শনের স্মৃতি সঙ্গে বহন করতেন। ষাট বছর বা তারও বেশি সময় ধরে তিনি যিহূদার সন্তানদের সামনে আশার নবী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; এবং মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ বিজয়সম্বন্ধীয় তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে তিনি ক্রমে আরও এবং আরও সাহসী হয়ে উঠেছিলেন।" প্রফেটস অ্যান্ড কিংস, ৩০৭-৩১০।